# এক রাতেই ভোল বদল সেক্টর তিনের

কাজল গুপ্ত

এক রাতেই বদলে গিয়েছে সল্টলেকের বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের বাইরে তিন নম্বর সেক্টরের চেহারাটা। রাস্তা এবং সার্ভিস রোড দখল করে থাকা ঝুপড়ি দোকান সরানো হয়েছে। ফুটপাথে বসেছে পেভার ব্লক। করুণাময়ী পর্যন্ত বুলেভার্ড বাহারি গাছ ও বিভিন্ন ভাস্কর্য দিয়ে সেজে উঠেছে। সৌজন্যে ১৭ অনূর্ধ্ব বিশ্বকাপ।

প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, এ ভাবেই সৌন্দর্যায়ন হোক গোটা সল্টলেকের। তাতেই ফিরবে হারানো গরিমা। বাসিন্দাদের এই দাবি পূরণ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন বিধাননগর পুর কর্তৃপক্ষ। শনিবার রাতে সৌন্দর্যায়নের কাজ দেখতে গিয়ে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমও একই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বলে সূত্রের খবর। সে ক্ষেত্রে পুরসভাকে রাজ্য সরকার আর্থিক সাহায্য দেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছে।

শনিবার রাতভর সৌন্দর্যায়ন চলেছে। অনেক রাত পর্যন্ত সেই কাজ তদারকি করতে হাজির ছিলেন বিধাননগর পুর প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনের কর্তারা। রবিবার সকালে তিন নম্বর সেক্টরের বাসিন্দাদের একাংশ জানান, এক রাতে এ ভাবে ভোল বদলে যাবে তা ভাবা যায় না। বেলেঘাটা-বাইপাস মোড় থেকে সল্টলেকের প্রবেশপথ এবং সার্ভিস রোড দখল করে থাকা ঝুপড়ি দোকান সরানো হয়েছে। ফুটপাথে বসেছে পেভার ব্লক। করুণাময়ী পর্যন্ত বুলেভার্ডে বাহারি গাছ ও ভাস্কর্য বসানো হয়েছে। বাতিস্তম্ভে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে সুদৃশ্য বাহারি গাছ। আইল্যান্ডগুলি মুড়িয়ে ফেলা হয়েছে এলইডি আলো দিয়ে। সল্টলেক থেকে ইএম বাইপাসে যাওয়ার পথে আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীতে বিধাননগর লেখা লোগোটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। স্থানীয় বাসিন্দা শান্তনু বসু বলেন, "বিদেশে এমন আলো দিয়ে শহরের নাম লেখার নজির রয়েছে। এখানেও এমন হতে দেখে ভালো লাগছে। গোটা সল্টলেক এ ভাবে সেজে উঠলে আরও ভাল লাগবে।"

শুধু সল্টলেকেই নয়, কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বিধাননগর পুর এলাকায় প্রবেশের পথে হলদিরামের কাছে বিভিন্ন মডেল, ঘুরতে থাকা গোলকও নতুন আকর্ষণ তৈরি করছে বলে দাবি বাসিন্দাদের। তাঁদের দাবি, এই সৌন্দর্যায়ন যেন সঠিক ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। পুরসভার বক্তব্য, প্রশাসন তার কাজ করবে। কিন্তু সৌন্দর্যায়ন রক্ষা করার ভার বাসিন্দাদেরও। পুরকর্তাদের আবেদন, বাসিন্দারা যেন কর্তৃপক্ষকে এ কাজে সহযোগিতা করেন। সৌন্দর্যায়ন করতে গিয়ে রাস্তা-ফুটপাথ এবং সরকারি জমি থেকে দখলদার সরিয়েছে পুরসভা। তা নিয়ে বিতর্ক যেমন হয়েছে, শুরু হয়েছে বিক্ষোভ আন্দোলন। যদিও এ ক্ষেত্রে বাসিন্দারা দাঁড়িয়েছেন পুর প্রশাসনের পাশেই।

বিধাননগরের মেয়র সব্যসাচী দত্ত বলেন, "পুরমন্ত্রী গোটা সল্টলেক সাজানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। বিশ্বকাপ শেষ হলে সে কাজের আলোচনা শুরু হবে।" সূত্রের খবর, বিভিন্ন প্রবেশপথ ও গুরুত্বপূর্ণ মোড় সাজিয়ে তোলার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে জানানোর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যও তুলে ধরা হবে। দখলদার সরানো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বাসিন্দাদের কাছে আবেদন— শহর আপনাদের। দখল হলে আপনারা প্রতিবাদ জানান। প্রশাসনকে জানান। প্রশাসন পদক্ষেপ করবে।"

অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপের দর্শকদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য মিলনমেলায় দাঁড়িয়ে সারি সারি সরকারি বাস। -নিজস্ব চিত্র

# যুব বিশ্বকাপে জনস্রোত বাইপাস, বিধাননগরে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা:** বেলা ৩টে বাজার কিছুক্ষণ আগে থেকেই জমজমাট ইএম বাইপাসের বেলেঘাটা মোড়। সব গাড়ির গন্তব্য সল্টলেক স্টেডিয়াম। বেলেঘাটা মোড় থেকে আমুল মোড় পর্যন্ত সারি সারি গাড়ির লাইন। কেউ খুঁজছেন পার্কিং-এর জায়গা, আবার কেউ খুঁজছেন টিকিট কাউন্টার। খেলার দিন যে সল্টলেক স্টেডিয়াম থেকে টিকিট বিক্রি হবে না, তা অনেকেরই জানা ছিল না। তাই হতাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে অনেককেই। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের সময় ইডেন গার্ডেনের পরিচিত দৃশ্য এবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। হয়তো ভারতের ম্যাচ নেই। কিন্তু, বিকাল থেকেই গালের এক দিকে ভারতের পতাকা, অন্যদিকে ইংল্যান্ডের পতাকা এঁকে লাইনে দাঁড়িয়েছেন বহু দর্শক। কেউ আবার ইংল্যান্ডের জার্সি পরেও মাঠে ঢুকেছেন। এক কথায় ফুটবলের নন্দনকানন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন এলাকা তো বটেই, গোটা বিধাননগর মজে ছিল বিশ্বকাপে।

খেলার জন্য যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার কথা অনেক আগেই ঘোষণা করেছিল বিধাননগর সিটি পুলিশ। এদিন গাড়ির প্রচুর চাপ থাকা সত্ত্বেও যান চলাচল কোনও সময়ের জন্যই স্তব্ধ হয়ে পড়েনি। তবে নির্দিষ্ট দূরত্ব যেতে সময় লেগেছে বেশি। পুলিশের হিসাব অনুযায়ী, এদিন আটটি পার্কিং-স্পেসে প্রায় ২৩০০ গাড়ি ছিল। বিকাল পাঁচটার আগেই সমস্ত দর্শককে স্টেডিয়ামে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশের কর্তারা বলেন, দর্শকদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি এসেছেন বিকাল ৪টের পর। তাই ৪টে থেকে ৫টা পর্যন্ত প্রতিটি গেটেই লম্বা লাইন পড়েছিল। যদিও ১১০টি ডোর ফ্রেম মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে খেলা শুরুর আগেই সমস্ত দর্শককে সিটে বসিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। পুলিশকর্তারা বলেন, ৪টের পর গাড়ি পার্কিংয়ের রেখে লাইনে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করে স্টেডিয়ামে ঢুকতে কয়েকজনের দেরি হয়ে গিয়েছিল। এই ঝামেলা এড়াতে তাই ৩টে-র মধ্যেই স্টেডিয়ামে পৌঁছে যাওয়ার জন্য পুলিশ অনুরোধ জানিয়েছে। এদিন বিকাল ৪টে থেকে ৫টা পর্যন্ত ব্রডওয়েতে গাড়ি চলাচল খুবই শ্লথ হয়ে পড়ে। তাছাড়া বেলেঘাটা থেকে জিডি আইল্যান্ডগামী গাড়িগুলি পার্কিংয়ে যাওয়ার জন্য আমুল আইল্যান্ড থেকে ইউ-টার্ন নিতে হয়েছে। সেক্ষেত্রেও কিছু সময় লেগে গিয়েছে।

এদিন স্টেডিয়ামের বাইরে তো বটেই, একদিকে কাবাপাড়া মোড়, ও অন্যদিকে বেলেঘাটা বিল্ডিং মোড়েও হাজার হাজার মানুষের স্রোত দেখা গিয়েছে। ভিড় সামলাতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল কলকাতা পুলিশ ও বিধাননগর সিটি পুলিশ এলাকায়। দুটিনা এড়াতে রাখা হয়েছিল অস্থায়ী ব্যারিকেড। এরই মধ্যে স্টেডিয়ামের বাইরে ১৫০ টাকার টিকিট ৩০০ টাকায় বিক্রি হতে দেখা গিয়েছে। ইংল্যান্ড ও ভারতের জাতীয় পতাকা বিক্রি হয়েছে দেদার। ইংল্যান্ড থেকে খেলা দেখতে এসেছেন রবার্ট অ্যালবার্ট ও তাঁর তিন বন্ধু। সল্টলেকেরই একটি পাঁচতারা হোটেলে তাঁরা রয়েছেন। রবার্ট বলেন, ফুটবল কলকাতার মানুষের কাছে প্রিয় বলে আগেই জানতাম। কিন্তু, কলকাতার মানুষ যে এইরকম খেলা পাগল, তা না এলে জানতেই পারতাম না। তাছাড়া সল্টলেককে বিশ্বকাপ উপলক্ষে যেভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে, তা দেখেই আপ্লুত তাঁরা। শুধু ইংল্যান্ড নয়, নেপাল, চিলি থেকেও খেলা দেখতে এসেছেন অনেকেই। তাঁরাও মুখে দেশের জাতীয় পতাকা এঁকে মাঠে ঢুকেছেন।

বিধাননগর সিটি পুলিশের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই কার পাশ বিলি করা হচ্ছে। আগামী ম্যাচগুলিতেও কার পাশ বিলি করা হবে বলে। তবে অন্তত খেলার আগের দিন কার পাশ সংগ্রহ করার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে। এমনকী, পুলিশের নির্দিষ্ট করে দেওয়া পার্কিংয়ে গাড়ি রাখলে কোনও পার্কিং চার্জ লাগবে না বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় পতাকার রঙে নিজেদের সাজাচ্ছে খুদে দর্শকরা (উপরে)। বেলেঘাটা মোড় থেকে গাড়ির লাইন (নীচে)। -নিজস্ব চিত্র

## Sunday double-header kicks off Fifa tournament

(From left) A long queue outside Gate No. 5 around 3pm on Sunday; vehicles headed towards the Salt Lake stadium around 5pm. Pictures by Anup Bhattacharya

# Salt Lake scores Cup goals

SNEHAL SENGUPTA

**Oct. 8:** Salt Lake has put its best foot forward to welcome spectators from across the globe to the Fifa U-17 World Cup matches.

**Metro** assesses how the township and the stadium measured up as host.

### Traffic

Police in Salt Lake and Calcutta had planned no-entry and no-parking zones and one-way roads to ensure smooth traffic to the stadium on match day.

Senior officers monitored the main roads (Broadway and the Bypass) leading to the stadium.

Vehicles weren't allowed between Amul Island near the stadium and Kadapara two hours before the gates opened, an officer of the Bidhannagar commissionerate said.

One of the flanks leading to Gate No. 1 from the Hyatt crossing was kept open for pedestrians and the other for vehicles.

Adequate signage around the stadium regarding parking ensured minimal guesswork for motorists.

It took **Metro** around 10 minutes to reach the VIP gate from the Duttabad Main Road-Bypass crossing near Mani Square mall, half an hour before the start of the 5pm match.

### Transport options

The transport department ran 100 shuttle buses at two-minute intervals from Karunamoyee, Ultadanga and Milan Mela.

"I didn't need to take out my car today. I just hopped on to a bus and got off near GD Island and walked to the stadium," Subhajit Chatterjee, a Salt Lake resident.

Designated pick-up and drop-off points for app cabs ensured the area in front of the stadium gates weren't crowded and traffic moved smoothly.

Autos weren't allowed on any of the roads near the stadium. Some, however, used the road parallel to the Eastern Drainage Canal and made a killing.

"I paid Rs 25 for a ride till Amul Island from Karunamoyee," Arya Sharma said. "The driver didn't take the main roads."

### Parking

The police directed motorists headed to the stadium to the six parking lots around the main gates.

The six lots can accommodate up to 2,600 cars.

Also, motorists took help of an app to find the nearest parking slot.

Once they keyed in the ticket number and the gate number, they were directed to the designated parking slot.

### Pedestrian movement

In the run-up to the Fifa U-17 World Cup, the authorities had renovated the walkways using concrete pavers. Some new ones were built around the stadium.

The Bidhannagar Municipal Corporation ensured they weren't encroached upon. And this in turn resulted in smooth traffic as people didn't get on to the roads.

### Entry and exit

Fifa has fixed the stadium's maximum seating capacity at 66,000 for an evacuation within eight minutes during an emergency.

Hundreds of people had gathered around the gates about an hour before they opened at 3pm.

People were allowed in at the earliest once they showed their tickets. The dispersal, too, was smooth.

Cops detained at least seven men on the charge of selling tickets on the black market.

### Stadium experience

Many of the spectators told **Metro** that they wanted to see how the stadium looked after renovation.

Many were taken aback as they had to forego their umbrellas before entering the stadium.

"I took my umbrella since it had rained in the morning, but the police stopped me from entering the stadium," Ushoshi Chakraborty of Belghoria said.

Those with cars stowed their belongings in their vehicles while others used shops near the stadium.

"I had kept at least 50 bags. It took up some space but tournaments like this are rare," Vikas Tiwari, who owns a paan shop, said.

Inside, food outlets charged Rs 10 for a glass of water.

### Unfinished business

The CMDA used billboards with pictures of footballers to cover the incomplete subways near the Sports Authority of India complex and at the Hyatt crossing.